Date : 21.12.2022

AN EXTENSION LECTURE

ON

VEDIC GRAMMAR AND *PADAPĀṬHA*

Organized by

Department of Sanskrit

SIDDHINATH MAHAVIDYALAYA

Panskura, Purba Mednipur West Bengal

Speaker: Shri. Anirban Chakraborty

Assistant Professor

Department of Sanskrit

Udaynarayanpur Madhbilata Mahavidyalaya

Udaynarayanpur, Howrah, West Bengal

Topics

- সন্ধি (Sandhi)
- সমাস (Compound)
- শব্দরূপ (Declension)
- ধাতুরূপ (Conjugation)
- উপসর্গ
- তুমর্থ প্রত্যয় (Infinitive)
- পদপাঠ

ছেদ (I)

অবগ্রহ (S)

ইতি

স্বর (Accent)

সন্ধি (Sandhi)

- পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা। - অষ্টাধ্যায়ী

  দ্বয়োঃ সুসন্নিকর্ষঃ সন্ধিঃ। - কলাপ ব্যাকরণ।

- **' সংহিতাবিষয়কবর্ণাশ্রয়িবিধিবিশেষঃ সন্ধিঃ '**

  পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বর্ণের অত্যন্ত সন্নিহিত অবস্থানকে সংহিতা বলা হয় । এই সংহিতাকে আশ্রয় করে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বর্ণের মধ্যে যে বিশেষ কার্য সংঘটিত হয় তাকে সন্ধি বলে।

- ব্যতিক্রম :

  1. **বিবৃত্তিঃ (Hiatus)** - পুরএতা (বৃদ্ধিরেচি ৬/১/৮৮) , তিতউনা, প্রউগ এবং নমউক্তিভিঃ (আদ্‌গুণঃ ৬/১/৮৭)।

  2. সংহিতৈকপদে নিত্যা **নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।**

     সমসেऽপি তথা নিত্যা সৈবান্যত্র বিভাষয়া।।

সমাস (Compound)

- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক শব্দের মিলনের ফলে একটি নতুন শব্দ তৈরী হয়, যার অর্থটা ঘটক শব্দগুলির প্রত্যেকটার অর্থ থেকে পৃথক, তাকে বৃত্তি বলে ।

- পঞ্চবৃত্তির মধ্যে সমাস একটি । কৃৎ, তদ্ধিত ও সনাদ্যন্ত ধাতুর ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের অন্তর্ভাব হয়; আর সমাস ও একশেষের ক্ষেত্রে অপর পদার্থের অন্তর্ভাব হয় ।

- **পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের মিলনে যে নতুন অর্থযুক্ত পদের সৃষ্টি হয়, সেই সংক্ষিপ্ত পদসম্মিলনই সমাস ।**

- বৈদিক সমাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এই সমাসগুলিতে সমস্যমান পদের সংখ্যা সাধারণত দুই-এর বেশী হয় না । ম্যাকডোনেল দেখিয়েছেন যে ঋগ্‌বেদে ও অর্থববেদে কয়েকটি মাত্র পদ পাওয়া যায় সেখানে তিনটি পদের সমাস হয়েছে । যেমন, পূর্ব-কাম-কৃত্বন্ ।

শব্দরূপ (Declension)

- ধ্রুপদী সংস্কৃত শব্দরূপ ও বৈদিক শব্দরূপের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষণীয় । যেমন, অ-কারান্ত পদের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে 'ঔ' বিভক্তির স্থানে 'আ' হয় । যেমন, অশ্বিনা, মিত্রাবরুণা ইত্যাদি।

- অকারান্ত পদের তৃতীয়ার বহুবচনে অনেক সময় 'ভিস্' বিভক্তির স্থানে 'ঐস্' (**অতো ভিস ঐস্**) না হয়ে 'ভিস্'-ই হয় । যেমন, দেবেভিঃ, রুদ্রেভিঃ ইত্যাদি । অনেক সময় আবার অ-কারান্ত নয় এমন পদের তৃতীয়ার বহুবচনে ঐস্ বিভক্তি হয় । যেমন, নদ্যৈঃ **বহুলং ছন্দসি (৭/১/১০)** ।

- বিভক্তির লোপ বৈদিক শব্দরূপের আরেকটি বৈশিষ্ট্য । যেমন, মূর্ধন্ (মূর্ধনি), ব্যোমন্ (ব্যোমনি), আত্মন্ (আত্মনি) ইত্যাদি।

- ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয় । যেমন, যা (যানি), তা (তানি), বিশ্বা (বিশ্বানি) ইত্যাদি।

ধাতুরূপ (Conjugation)

- **সংস্কৃত ভাষায় দশটি লকারের মধ্যে লেট্ লকার (Subjunctive) ধ্রুপদী সংস্কৃতে প্রযুক্ত হয় না । 'লিঙর্থে লেট্' (৩/৪/৭)** । বৈদিকসাহিত্যে ঔচিত্য, চুক্তিসম্পাদন, **আশঙ্কা** ইত্যাদি অর্থে লেট্ লকারের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, **স দেবাঁ এহ বক্ষতি।**

- **সবরকম** অতীতকালে **লুঙ্ (Aorist)** হয় । এছাড়া **'ছন্দসি লুঙ্-লঙ্-লিটঃ'** সূত্রে পাণিনি বলেছেন বৈদিক প্রয়োগে যে-কোন কালেই লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ হয় । অগমৎ - অগচ্ছৎ - জগাম।

- বৈদিক ধাতুরূপের ক্ষেত্রে গণবিভাগ খুব দৃঢ়ভাবে মানা হয় নি । বেদে প্রায়ই দেখা যায় যে লুঙ্, বিধিলিঙ্, আশীর্লিঙ্, লুট্ ইত্যাদি ল-কারে নির্ধারিত বিকরণগুলির পরিবর্তে অন্য বিকরণ আগম হয়েছে। কখনও বা বিকরণের লোপ হয়েছে।

- অনেক সময় ধ্রুপদী সংস্কৃতর সঙ্গে বৈদিক আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ধাতুর বৈপরীত্য দেখা যায়। যেমন, বিরাজতি (বিরাজতে), যুধ্যতি (যুধ্যতে) ইত্যাদি।

উপসর্গ

- **নিপাত** - চাদয়োऽসত্ত্বে (১/৪/৫৭) To অধিরীশ্বরে (১/৪/৯৭)

  উপসর্গ - প্রাদয়ঃ (১/৪/৫৮)

- **উপসর্গাঃ** ক্রিয়াযোগে **(১/৪/৫৯), তে প্রাগ্ ধাতোঃ (১/৪/৮০)**

  'ছন্দসি পরেऽপি' (১/৪/৮১) এবং **'ব্যবহিতাশ্চ' (১/৪/৮২)** । যেমন, স দেবাঁ এহ বক্ষতি।

- **'প্রসমুপোদঃ পদপূরণে' (৮/১/৬)**। যেমন, **সংসমিদ্যুবসে** এখানে গায়ত্রীছন্দের অষ্টাক্ষর পূরণের জন্য 'সম্' উপসর্গের দ্বিত্ব হয়েছে।

- উপসর্গ উদাত্ত ও অনুদাত্ত দুই প্রকারেরই হতে পারে । উপসর্গ উদাত্ত হলে পদপাঠে ছেদচিহ্ন্ের দ্বারা (**আ** । গমত্ , **সম্** । গচ্ছধ্বম্ ইত্যাদি) এবং অনুদাত্ত হলে অবগ্রহচিহ্নের দ্বারা উপসর্গ ও ক্রিয়াপদকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা হয়।

তুমর্থ প্রত্যয় (Infinitive)

- **'তুমুন্ ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং** ক্রিয়ার্থায়াম্' (৩/৩/১০) - ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া অর্থাৎ এক ক্রিয়ার নিমিত্ত অন্য ক্রিয়া উপপদ বা নিকটে থাকলে নিমিত্তার্থক ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যত কালে তুমুন্ এবং ণ্বুল্ প্রত্যয় হয়। যেমন, পঠিতুং যাতি।
- বৈদিক ভাষায় তুমর্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় - **'তুমর্থে** সে-সেনসে-অসেন্-ক্সে-কসেনধ্যৈ অধ্যৈন্-কধ্যৈ-কধ্যৈন্-শধ্যৈ-শধ্যৈন্-**তবৈ-তবেঙ্-তবেনঃ' (৩/৪/৯)** । যেমন, **সে** – বক্ষে রায়ঃ, **সেন্** – তা বামবে, **অধ্যৈ** – কর্মণ্যুপাচরধ্যৈ ইত্যাদি।
- পাণিনি বৈদিক ভাষায় তুমর্থে ব্যবহৃত আরো দুটি প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছেন - তোসুন্ ও কসুন্ । যেমন, ঈশ্বরোঽভিচরিতোঃ (অভি-চর্ + তোসুন্), ঈশ্বরো বিলিখঃ (বি-লিখ্ + কসুন্) ইত্যাদি।

পদপাঠ

- সংহিতাপাঠ, পদপাঠ ও ক্রমপাঠ - এই তিনটি পাঠ হল প্রকৃতিপাঠ । পদপাঠের প্রবর্তক হিসেবে শাকল্যের নাম প্রচলিত।

ছেদ (।)

- সন্ধিযুক্ত পদ ছেদ চিহ্নের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়।
- উপসর্গ উদাত্ত হলে পৃথকভাবে ছেদ চিহ্ন দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়।

ইতি :

- **দ্বিবচনে ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এবং একারান্ত পদ** পদপাঠে ইতি-শব্দের সঙ্গে পঠিত হয়েছে। যেমন, ইন্দ্রাগ্নী ইতি, নমেতে ইতি ইত্যাদি।

অবগ্রহ (S) :

- প্রাতিপদিক ও ভিস্, ভ্যাম্, ভ্যস্ এবং সুপ্ বিভক্তিকে পদপাঠে অবগ্রহের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়, যদি বিভক্তির পূর্বে দীর্ঘস্বর না থাকে এবং সপ্তমীর বহুবচনে 'সুপ্' বিভক্তির যদি মূর্ধন্যভাব না হয় । যেমন, ঋষিSভিঃ, মহৎSভ্যাম্, অপ্Sসু ইত্যাদি । কিন্তু রুদ্রেভিঃ, দেবেষু, এভ্যঃ প্রভৃতি স্থলে অবগ্রহ হবে না।

- সমাসবদ্ধপদের পদপাঠের সময় সমস্যমান পদদুটির মধ্যে অবগ্রহ স্থাপন করা হয়। যেমন পুরঃSহিতম্, সুSউপায়নঃ, কবিSক্রতুঃ, পিতাSইব ইত্যাদি। কিন্তু নঞ্তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন পদ ও **'দেবতাদ্বন্দ্বে চ'** সূত্রদ্বারা দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন পদ অবগ্রহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়না। যেমন, অদ্রুহঃ, দ্যাবাপৃথিবী, মিত্রাবরুণা ইত্যাদি।

- পদের দ্বিরুক্তিকে সমাসের তুল্য বলে গ্রহণ করা হয় এবং পদপাঠে অবগ্রহদ্বারা বিচ্ছিন্ন করে উচ্চারণ করা হয়। যেমন, দিবেSদিবে, দ্যবিSদ্যবি ইত্যাদি।

- অনুদাত্ত উপসর্গযুক্ত পদগুলি পদপাঠে অবগ্রহ দ্বারা বিশ্লিষ্টরূপে পঠিত হয়েছে । যেমন, বিSতন্বতে।

- তরপ্ ও তমপ্ প্রত্যয়, ত্ব ও ত্বন্ প্রত্যয়, ব ও বন্ প্রত্যয়, ত্রা ইত্যাদি কিছু প্রত্যয় পদপাঠে অবগ্রহদ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় । যেমন, চিত্রশ্রবঃSতমঃ, বীরবৎSতমম্, ঘৃতSবৎ, হিমSবন্তঃ, শ্রদ্ধিSবম্, পুরুSত্রা ইত্যাদি।

স্বর (Accent) :

- বৈদিক স্বর মূলত তিন প্রকার - উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। স্বরিত - **তস্যাদিত উদাত্তম্ অর্ধহ্রস্বম্ (১/২/৩২)।** স্বরিত মুখ্যত দুই প্রকার - জাত্য ও অজাত্য (উদাত্তসাপেক্ষ)।

- প্রাতিশাখ্যে সাত প্রকার স্বরিত বর্ণিত হয়েছে -

  নিত্য - য্ বা ব্ বিশিষ্ট স্বরবর্ণ। (**জাত্য স্বরিত**)

  ক্ষৈপ্র - ই > য্, উ > ব্

  অভিনিহিত - এঙঃ পদান্তাদতি (৬/১/১০৯)

  প্রশ্লিষ্ট - উদাত্ত উ + অনুদাত্ত উ = ঊ

  পাদবৃত্ত - প্রকৃতি ভাব

  প্রাতিহত - উদাত্তানুদাত্তস্য স্বরিতঃ (৮/৪/৬৬)

  তৈরোব্যঞ্জন - স্বরিত ও তার পূর্ববর্তী উদাত্তের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনের ব্যবধান থাকলে। অগ্নিম্ ঈলে।

- সাধারণত একটা পদে একটাই উদাত্ত স্বর থাকে। অন্যগুলো অনুদাত্ত । **অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্** (৬/১/১৫৮)। ব্যতিক্রম - **'উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ' (৬/২/১৪০), 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (৬/২/১৪১), 'অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ' (৬/১/২০০)** ইত্যাদি।

- **স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্ (১/২/৩৯)** ইত্যাদি। প্রচয় / একশ্রুতি।

সাধারণ নিয়ম

- অখন্ড প্রাতিপদিকের অন্তস্বর উদাত্ত হয়। (**ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ**, ফি.)
- সুপ্ বিভক্তি ও পিৎ প্রত্যয় অনুদাত্ত হয়। (**অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ**, ৩/১/৪)
- ধাতুর অন্ত্স্বর উদাত্ত হয়। (**ধাতোঃ**, ৬/১/১৬২)
- প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হয়। (আদ্যুদাত্তশ্চ, ফি.)
- নিপাতের আদিস্বর উদাত্ত হয়। (**নিপাতাঃ আদ্যুদাত্তাঃ,** ফি.)
- অভি ব্যতীত অন্যান্য উপসর্গগুলির আদিস্বর উদাত্ত হয়। (**উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্**, ফি.)
- অনুদাত্তের পরস্থিত তিঙন্তপদ সর্বানুদাত্ত হয়। (**তিঙ্ঙতিঙঃ**, ৮/১/২৮)
- সমাসবদ্ধ পদের অন্তস্বর উদাত্ত হয়। (**সমাসস্য**, ৬/১/২২৩)